Islami Ain O Bichar
Vol. 17, Issue: 68
Oct.-Dec. 2021

সমন্বিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কৌশল : ইসলামের আলোকে একটি পর্যালোচনা

Integrated Waste Management (IWM) Strategy An Analysis in the light of Islam

Muhammad Nasir Uddin*

ABSTACT

Waste appears to be a normal process as a result of product use. So it is not possible to create a waste-free environment; rather, it is possible to reduce the harmful effects of waste on the environment through proper waste management. But due to lack of proper waste management, land, water and air are getting polluted. The most serious aspect of waste management weakness is air pollution. Various scientific strategies are being followed in waste management. Among these strategies, integrated waste management strategy (IWM) has been adopted by various countries of the world as the most effective method. Islam has given clear guidelines in waste management. This article discusses IWM in the light of Islam-directed waste management policies. According to Islamic guidelines, waste management will be easier if we prevent waste from the consumer level, keep waste in specific places, cooperate in transportation, reuse the product, disposal of solid waste in right way etc. Among the basic research methodology, qualitative research method has been followed in this article. As part of the qualitative research methodology, the content analysis method has been applied in this study. Following this method, Islamic guidelines on waste management have been presented in the light of the principles of Quran, Hadith and Fiqh. If consumer, the local administration, NGO, social activists, political leader and religious leader acts responsibly in accordance with Islamic guidelines, positive change in waste management will take place.

Keywords: Water management, Reduce, Reuse, Recycle, Disposal, Recover

সারসংক্ষেপ

পণ্য ব্যবহারের ফলশ্রুতিতে বর্জ্য একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া হিসেবে প্রতীয়মান, সুতরাং বর্জ্যমুক্ত পরিবেশ গঠন সম্ভব নয়; বরং বর্জ্যের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পরিবেশের উপর বর্জ্যের ক্ষতিকর প্রভাব কমানো সম্ভব। কিন্তু সুষ্ঠু বর্জ্য ব্যবস্থাপনার অভাবে ভূমি, পানি ও বায়ু দূষিত হচ্ছে। বর্জ্য ব্যবস্থাপনার দুর্বলতার সবচেয়ে মারাত্মক দিক হলো বায়ুদূষণ। বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন বিজ্ঞানসম্মত কৌশল অনুসৃত হচ্ছে। এসকল কৌশলের মাঝে সমন্বিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কৌশল সবচেয়ে কার্যকর পদ্ধতি হিসেবে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ গ্রহণ করেছে। ইসলাম বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় সুস্পষ্ট নির্দেশনা দিয়েছে। ইসলাম নির্দেশিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নীতিমালা সমন্বিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কৌশলের আলোকে এ প্রবন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। ইসলামি নির্দেশনা অনুসারে আমরা ভোক্তা স্তর থেকে যদি অপচয় রোধ, নির্দিষ্ট স্থানে বর্জ্য রাখা, পরিবহনে সহযোগিতা, পুনর্ব্যবহার, কঠিন বর্জ্য সুষ্ঠুভাবে নিষ্কাশন করি তাহলে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সহজ হবে। গবেষণার মৌলিক পদ্ধতিসমূহের মধ্যে গুণাত্মক গবেষণা পদ্ধতি (Qualitative Research) অনুসরণ করা হয়েছে। গুণাত্মক গবেষণা পদ্ধতির অংশ হিসেবে এ গবেষণায় বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ পদ্ধতি (Content Analysis Method) প্রয়োগ করা হয়েছে। এ পদ্ধতি অনুসরণ করে কুরআন, হাদিস ও ফিকহের মূলনীতির আলোকে বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় ইসলামি নির্দেশনা তুলে ধরা হয়েছে। ভোক্তা, স্থানীয় সরকার, বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, সমাজকর্মী, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ ইসলামি নির্দেশনা অনুসারে স্ব স্ব স্থান থেকে দায়িত্বশীল আচরণ করলে বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় ইতিবাচক পরিবর্তন সাধিত হবে।

মূল শব্দ : বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, বর্জ্য হ্রাস, পুনর্ব্যবহার, পুনর্চক্রায়ন, নিষ্কাশন, পুনরুদ্ধার।

* Muhammad Nasir Uddin is a Lecturer of Islamic Studies, Bangladesh Krira Shikkha Protisthan (BKSP), Savar and PhD Researcher, Department of Islamic Studies, Jagannath University, Dhaka, email: nasirjnuis@gmail.com

ভূমিকা

পৃথিবীর বিভিন্ন উপকরণ মানুষ খাদ্য, পরিধেয়, আবাসস্থল ও চিকিৎসা ইত্যাদি কাজে ব্যবহার করছে। মানুষের ব্যবহারের মাধ্যমে কিছু বস্তুর উপযোগ নিঃশেষ হয়ে তা অবাঞ্ছিত হয়, অনেক বস্তু নষ্ট হয়ে অবাঞ্ছিত হয় অথবা ব্যবহার প্রক্রিয়ায় বস্তুর কোন ক্ষুদ্র অংশ যা ব্যবহারের অনোপযোগী হয়ে অবাঞ্ছিত হয়। এভাবে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন পণ্যের উপযোগ শেষ হয়ে বা কোনো কারণে উপযোগ বিনষ্ট হয়ে বর্জ্যে পরিণত হচ্ছে। দুর্বল বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ফলে সমগ্র বিশ্বের জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে, এমনকি বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার বায়ুমণ্ডলে ক্ষতিকর কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধি ও মিথের গ্যাস ছড়ানোর একটি অন্যতম কারণ হচ্ছে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার দুর্বলতা। তাই জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশ বিপর্যয় প্রতিরোধে সুষ্ঠু বর্জ্য ব্যবস্থাপনার বিকল্প নেই। বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কতগুলো কার্যপদ্ধতির একটি ধারাবাহিক পর্যবেক্ষণমূলক কার্যক্রম, যাতে বর্জ্য সৃষ্টি থেকে নিষ্কাশন এবং পরিবেশের উপর সৃষ্ট প্রভাব হ্রাসের প্রচেষ্টা পর্যন্ত অন্তর্ভুক্ত থাকে। বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সঙ্গে ভোক্তা, পরিচ্ছন্নতাকর্মী, নীতি-নির্ধারক, পরিবেশ, সমাজ ইত্যাদি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বর্জ্য ব্যবস্থাপনার আধুনিক কৌশলগুলোর মধ্যে সমন্বিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা (IWM) একটি কার্যকর ও গ্রহণযোগ্য কৌশল হিসেবে বিবেচিত। ইসলাম বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় সুস্পষ্ট নির্দেশনা দিয়েছে, যা এ প্রবন্ধে সমন্বিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উপাদানগুলোর সঙ্গে তুলনামূলকভাবে পর্যালোচনা করা হয়েছে।

সাহিত্য পর্যালোচনা ও গবেষণার যৌক্তিকতা

আধুনিক গবেষণা পদ্ধতিতে গবেষণার গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ হলো সাহিত্য পর্যালোচনা (Literature Review)। সাহিত্য পর্যালোচনার মাধ্যমে বর্তমান গবেষণার পরিধি ও লক্ষ্য নির্ধারণপূর্বক গবেষণার ফলাফল নির্ধারণে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। নিম্নে বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় ইসলামি নির্দেশনা ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত বিভিন্ন কৌশল বিষয়ক সাহিত্য পর্যালোচনা করে বর্তমান গবেষণা যৌক্তিকতা তুলে ধরা হলো।

বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় ইসলামি নির্দেশনা বর্তমান সময়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কিন্তু এ বিষয়ে তেমন কোনো গবেষণা পরিচালিত হয়নি। তবে বিভিন্ন গবেষণা প্রবন্ধে এ সম্পর্কিত সম্পূরক তথ্য পাওয়া যায়। ড. মোঃ ময়নুল হক রচিত 'ইসলাম : পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন' শীর্ষক গ্রন্থে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন সম্পর্কিত ইসলামি নির্দেশনা তুলে ধরা হয়েছে। উক্ত গবেষণাকর্মে পরিবেশ সংরক্ষণ বিষয়ক তথ্যাদি বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সম্পূরক তথ্য হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। বর্জ্য ব্যবস্থাপনার অন্যতম উপাদান পানি ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে Naser I. Faruqui, Asit K. Biswas, and Murad J. Bino সম্পাদিত Water Management in Islam গ্রন্থে পানি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়াও বর্জ্য ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক উপাদান ও এ উপাদানসমূহের কার্যকারিতা নিয়ে বিভিন্ন গ্রন্থ ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। যেমন- United Nations Environment Programme প্রকাশিত Integrated Waste Management Scorebord; Environment, Religion and Culture in the Context of the 2030 Agenda for Sustainable Development; M.A Kazerooni Sadi ও অন্যান্য রচিত, Reduce, Reuse, Recycle and Recovery in Sustainable Construction Waste Management ইত্যাদি।

সাহিত্য পর্যালোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, পরিবেশদূষণ প্রতিরোধে ইসলামি নির্দেশনা বিষয়ক ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি নিয়ে বিভিন্ন গবেষণা পরিচালিত হলেও বর্জ্য ব্যবস্থাপনার আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির সঙ্গে ইসলামি নির্দেশনার তুলনামূলক পর্যালোচনা করে কোনো গবেষণা পরিচালিত হয়নি। তাই বর্তমান গবেষণায় বর্জ্য ব্যবস্থাপনার কৌশলগুলোর মাঝে বর্তমান সময়ে সবচেয়ে বেশি গৃহীত কৌশল 'সমন্বিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা' অনুসারে বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় ইসলামি নির্দেশনা তুলে ধরা হলো। 'বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় ইসলামি নির্দেশনা : পরিপ্রেক্ষিত সমন্বিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কৌশল' শীর্ষক গবেষণাকর্মটি নিম্নোক্ত উদ্দেশ্যে সম্পন্ন করা হয়েছে–

১. বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে ধারণা লাভ;
২. বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উপাদান ও কৌশল সম্পর্কে ধারণা লাভ;
৩. পরিবেশ বিপর্যয় প্রতিরোধে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব তুলে ধরা;
৪. সমন্বিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কৌশলের আলোকে বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় ইসলামি নির্দেশনা তুলে ধরা;
৫. বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় ইসলামি নির্দেশনার আলোকে সুপারিশমালা প্রস্তুত।

বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে জানার পূর্বে বর্জ্য সম্পর্কে ধারণা নেয়া প্রয়োজন। বর্জ্য হলো কোন পদ্ধতির মাধ্যমে উৎপাদিত, যে কোন ক্ষুদ্র টুকরা, নির্গত ময়লা, উপকরণের বর্জিত অংশ, জীবাণু অথবা প্রয়োজনাতিরিক্ত বস্তু যা উৎপাদনকারীর বিবেচনায় অবাঞ্ছিত (Rahmān 2016, 5)। The United Nations Statistics Division (UNSD) *Glossary of Environment Statistics* এ বর্জ্যের সংজ্ঞায়নে বলেন,

> Waste : materials that are not prime products (that is, products produced for the market) for which the generator has no further use in terms of his/her own purposes of production, transformation or consumption, and of which he/she wants to dispose (Editorial Board 1997, 76). অর্থাৎ, বর্জ্য এমন উপাদান হিসাবে বর্ণনা করে যা মূল পণ্য (বাজারের জন্য উৎপাদিত পণ্য) নয়, যা উৎপাদনকারী যে উদ্দেশ্যে উৎপাদন, পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করেছে সে উদ্দেশ্যে পুনর্ব্যবহারের উপযোগী না হওয়ায় উৎপাদনকারী তা ধ্বংস করতে চায়।

পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এর ২ এর ঠ ধারানুসারে, "বর্জ্য" অর্থ, যে কোন তরল, বায়বীয়, কঠিন, তেজস্ক্রিয় পদার্থ যাহা নির্গত, নিক্ষিপ্ত, বা স্তূপীকৃত হইয়া পরিবেশের ক্ষতিকর পরিবর্তন সাধন করে (MolJPA 1995, 2.tha)। European Union-এর Waste Framework Directive অনুসারে বর্জ্যবস্তুর সংজ্ঞা হল, 'waste' means any substance or object which the holder discards or intends or is required to discard (Editorial Board 2008, 3.1). "বস্তু বা দ্রব্য থেকে মালিক যে অংশ পরিত্যাগ করে, পরিত্যাগ করতে ইচ্ছুক অথবা যে বস্তু পরিত্যাগের উপযুক্ত এরা সকলেই বর্জ্য বস্তু।"

বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কোনো সুনির্দিষ্ট নিয়মের নাম নয়; বরং বর্জ্যের প্রকরণ, সংশ্লিষ্ট পরিবেশ, বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির তারতম্যের জন্য বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। মূলত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা একটি বহুমুখী কার্যপদ্ধতি, যাতে অনেকগুলো উপাদান ও কার্যপ্রণালী অন্তর্ভুক্ত থাকে। এ সম্পর্কে Dr Sushil বলেন,

> Waste management: a multi-disciplinary activity which involves engineering principles, urban and regional planning, management techniques and social sciences to economically minimise the overall waste produced by a system under consideration (Sushil 1990, 6). অর্থাৎ, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা: একটি বহুমুখী কার্যপ্রণালী যাতে প্রকৌশল নীতি, নগর ও আঞ্চলিক পরিকল্পনা, ব্যবস্থাপনা কৌশল এবং সামাজিক বিজ্ঞান ইত্যাদি অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ অন্তর্ভুক্ত থাকে। এ সকল প্রক্রিয়ায় সামগ্রিকভাবে বর্জ্যের পরিমাণ হ্রাস করা হয়।

বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বলতে মানুষের ব্যবহারের ফলে সৃষ্ট অপ্রয়োজনীয় বস্তুসমূহ থেকে স্বাস্থ্যসংক্রান্ত ক্ষতিকারক প্রভাব প্রশমিত করার জন্য, কিংবা পরিবেশের সৌন্দর্য রক্ষার আবর্জনা থেকে পুনর্ব্যবহারযোগ্য বস্তু আহরণ, অব্যবহার্য বস্তু নিষ্কাশন এবং বর্জ্য উৎপাদন হ্রাস করার একটি সমন্বিত উদ্যোগ। Glossary of Environment Statistics এর তথ্যানুসারে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা হলো- 'Waste Management : characteristic activities include (a) collection, transport, treatment and disposal of waste, (b) control, monitoring and regulation of the production, collection, transport, treatment and disposal of waste and (c) prevention of waste production through in-process modifications, reuse and recycling (Editorial Board 1997, 76). অর্থাৎ, "বর্জ্য ব্যবস্থাপনা : নির্দিষ্ট কর্মপদ্ধতি যাতে অন্তর্ভুক্ত থাকে- ক. বর্জ্য সংগ্রহ, পরিবহন, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং নিষ্কাশন; খ. বর্জ্য উৎপাদন, সংগ্রহ, পরিবহন, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং নিষ্কাশন কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি; গ. পুনরুৎপাদন, পুনর্ব্যবহার এবং প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে বর্জ্য উৎপাদনের হার কমানো।"

সমন্বিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কৌশল

বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পরিবেশ বিজ্ঞান বিষয়ক একটি পরিভাষা। পরিবেশ বিজ্ঞানীগণ বর্জ্য ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন কৌশল আবিষ্কার করেছেন এবং বিভিন্ন দেশ বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে ভিন্ন ভিন্ন কৌশল প্রয়োগ করে। বর্জ্য ব্যবস্থাপনার কৌশলগুলো পর্যালোচনা করে A. Morrissey and J. Browne বলেন, It must be noted that there is no one universal 'best' system that can be applied to all cases. (Morrissey & Browne 2004, 297-308) অর্থাৎ, এ বিষয়টি অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে সকল সমস্যা তথা সকল বর্জ্যের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনায় এমন কোনো একক সর্বজনীন পদ্ধতি নেই, যা প্রয়োগ করা যেতে পারে। Integrated Waste Management (IWM) (সমন্বিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা) বর্জ্য ব্যবস্থাপনার কৌশলগুলোর বর্তমান সময়ে সবচেয়ে বেশি গৃহীত কৌশল। ইতোমধ্যে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ এ কৌশল প্রয়োগ করে সফলতা লাভ করেছে (Editorial Board 2009, 97-99)।

সমন্বিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা (IWM) এমন এক ধরনের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কৌশল, যা বর্জ্যের উৎস, বর্জ্য সংগ্রহ, বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ এবং নিষ্কাশন প্রক্রিয়ার একটি সমন্বিত ব্যবস্থা। এ সম্পর্কে Waste Mamagement and Minimization গ্রন্থে বলা হয়েছে, "IWM systems combine waste streams, waste collection, treatment and disposal methods into a practical waste management system (Editorial Board 2009, 90)." অর্থাৎ, "সমন্বিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এমন একটি পদ্ধতি, যাতে বর্জ্য প্রবাহ, বর্জ্য সংগ্রহ, বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ এবং নিষ্পত্তি সম্পর্কিত পদ্ধতিগুলোকে ব্যবহারিক পদ্ধতিতে বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় একত্রিত করে।"

২এ কৌশলের উদ্দেশ্য হলো, "The fundamental aim of any IWM strategy therefore, should be maximization of resource efficiency by promoting sustainable waste management that leads to reduced environmental emissions in a socially and economically acceptable manner (Editorial Board 2009, 93-94)." অর্থাৎ, "সমন্বিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কৌশলের মৌলিক লক্ষ্য হওয়া উচিত টেকসই বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহারের দক্ষতা বৃদ্ধি করা যা সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে গ্রহণযোগ্য পদ্ধতিতে পরিবেশগত দূষণ হ্রাসের দিকে পরিচালিত করে।"

উপরিউক্ত পর্যালোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, সমন্বিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা হলো সর্বাধিক অর্থনৈতিক ব্যয় হ্রাস ও সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করে বর্জ্যের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা। সমন্বিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় ৩টি স্তর নির্দেশ করা হয়েছে। ক. অংশীজন, খ. বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উপাদান, গ. বর্জ্য ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি। A. Van de Klundert নিম্নোক্ত সারণীর মাধ্যমে সমন্বিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনার তিনটি স্তরকে উপস্থাপন করেছেন (Wilson 2013, 57)।

সমন্বিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে ইসলামি নির্দেশনা

বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উপরোক্ত কৌশলটি ইসলাম নির্দেশিত কৌশলের সঙ্গেও সাদৃশ্যপূর্ণ। নিম্নে সমন্বিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ইসলামি নির্দেশনা তুলে ধরা হলো।

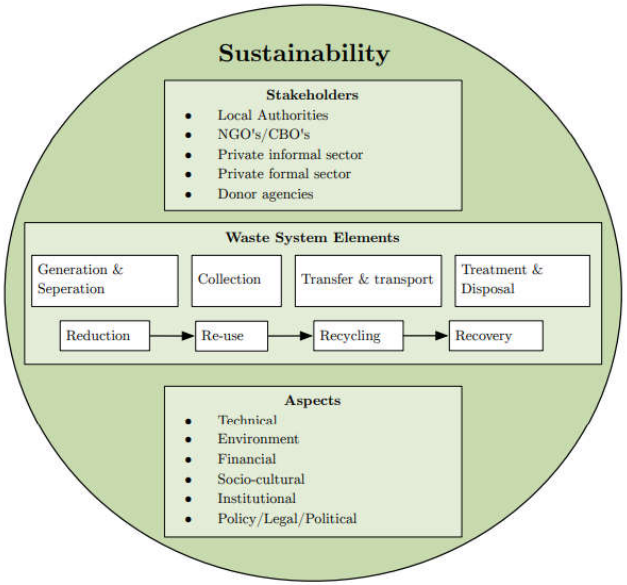

ক. অংশীজন

অংশীজন বলতে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সম্পর্কিত সকল ব্যক্তি। তারা হলো ভোক্তা, স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষ, বেসরকারী সংস্থা, ধর্মীয় সংস্থা, বেসরকারী প্রাতিষ্ঠানিক ও

অপ্রাতিষ্ঠানিক সংস্থা, দাতা সংস্থা ইত্যাদি। সমন্বিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় সকলের অংশগ্রহণের মাধ্যমে সুষ্ঠু বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কৌশল বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা চালানো হয়। ইসলাম সকল ক্ষেত্রে সকলের স্ব স্ব অবস্থান থেকে দায়িত্ব-কর্তব্য পালনের নির্দেশনা দেয়। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

اَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْاَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ،

জেনে রেখো তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল, আর প্রত্যেকেই নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। সুতরাং আমির যিনি জনপ্রতিনিধি সে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে (Muslim 1999, 1829/20)।

খ. বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উপাদান (পর্যায়ক্রমিক ধাপ)

সমন্বিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় বর্জ্য সৃষ্টি ও পৃথিকীকরণ (Generation & Separation), বর্জ্য সংগ্রহ (Collection), বর্জ্য স্থানান্তর ও পরিবহন (Transfer & transport) এবং প্রক্রিয়াকরণ ও নিষ্কাশন (Treatment & Disposal) এ চারটি প্রধান উপাদান চিহ্নিত করা হয়েছে। এ চারটি উপাদানের সঙ্গে আরো ৪টি উপাদানকে নির্দেশ করা হয়েছে, যা 4r in waste management নামেও পরিচিত। এগুলো হলো- বর্জ্যের পরিমাণ হ্রাস (Reduce), বর্জ্যকে যে পণ্য থেকে বর্জে পরিণত হয়েছে উপযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে একই পণ্য হিসেবে পুনর্ব্যবহার (Reuse), বর্জ্যকে নতুন পণ্যে রূপান্তর (Recycle) এবং বর্জ্যের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে পরিবেশ পুনরুদ্ধার (Recover)। বর্জ্যের প্রকার, পুনর্ব্যবহার যোগ্যতা, নিষ্কাশন পদ্ধতি ইত্যাদি বিবেচনায় বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন উপাদান থাকলেও এ ৪টি উপাদানকে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মূল উপাদান হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এ সম্পর্কে J. Mihelcic বলেন,

> Waste management is the system consists of storage, collection and transport, processing, and disposal. (Mihelcic & others 2010, 525)
>
> বর্জ্য ব্যবস্থাপনা হলো বর্জ্য সংরক্ষণ, সংগ্রহ ও পরিবহন, প্রক্রিয়াকরণ এবং নিষ্কাশন।

সর্বোপরি, সমন্বিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় উপরিউক্ত উপাদানগুলোর সমন্বয়ে একটি কার্যকর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কৌশল হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনা করে। নিম্নে ইসলামি নির্দেশনার আলোকে আলোচনা করা হলো।

১. বর্জ্য সৃষ্টি (কারণ ও প্রকৃতি নির্ধারণ) ও পৃথিকীকরণ ঃ বর্জ্যের পরিমাণ হ্রাস

সমন্বিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনার প্রথম ধাপে বর্জ্য সৃষ্টি ও পৃথিকীকরণ (Generation & Separation) এবং বর্জ্যের পরিমাণ হ্রাস (Reduce) এ দুটি উপাদানকে একত্রে সম্পন্ন করা হয়। সমন্বিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কৌশলের সঙ্গে অন্যান্য কৌশলের মৌলিক পার্থক্যগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো- বর্জ্য সৃষ্টির কারণ সম্পর্কে আলোচনা করে বর্জ্যের পরিমাণ হ্রাস করাই সমন্বিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনার অন্যতম লক্ষ্য হিসেবে বিবেচিত। কেননা বর্জ্য সৃষ্টির হার কমানো সম্ভব হলে, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার পরবর্তী

ধাপগুলোতে সময়, অর্থ এবং পরিবেশগত ক্ষতির পরিমাণ হ্রাস পাবে। যা বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মূল বিবেচ্য বিষয়। বর্জ্য সৃষ্টি পণ্য ব্যবহারের ফলশ্রুতিতে অবধারিত সত্য, সুতরাং বর্জ্য ব্যবস্থাপনার প্রধান লক্ষ্যই হলো বর্জ্য সৃষ্টির কারণ অনুসন্ধান করে বর্জ্যের পরিমাণ হ্রাস করা। সুতরাং বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কৌশলের শুরুতে এ বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয় যে, গৃহস্থালি, অফিস, শিল্পকারখানা, চিকিৎসা ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে যাতে বর্জ্যের পরিমাণ বেশি না হয়। ইসলাম বর্জ্যের পরিমাণ কমানোর জন্য নির্দেশনা প্রদান করেছে, ইসলাম পণ্যের যথাসম্ভব সর্বোচ্চ উপযোগ সৃষ্টি করে ব্যবহারের নির্দেশনা দেয়। একইসঙ্গে ইসলাম বর্জ্যের পরিমাণ কমাতে অপচয় করাকে অপরাধ হিসেবে ঘোষণা করেছে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا ۝ اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْٓا اِخْوَانَ الشَّيٰطِيْنِ ۭ وَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِرَبِّهٖ كَفُوْرًا﴾

আর কোনোভাবেই অপব্যয় করো না। নিশ্চয় অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই। আর শয়তান তার রবের প্রতি খুবই অকৃতজ্ঞ (Al-Qurān, 17:26-27)।

আমরা প্রয়োজনীয় পণ্য অব্যবহৃত রেখে, অযত্নে, অবহেলায় রেখে অনেক সময় পণ্যটিকে ব্যবহার অনুপযোগী করে থাকি। সুতরাং আমরা আমাদের ব্যবহৃত পণ্য বা দ্রব্যকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখবো, যেন সেগুলো ব্যবহার উপযোগিতা হারিয়ে বর্জ্যে পরিণত না হয়। ইসলাম আমাদেরকে সর্বাবস্থায় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার নির্দেশনা দেয়। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ﴾

নিশ্চয় আল্লাহ তাওবাকারীদেরকে ভালোবাসেন এবং ভালোবাসেন অধিক পবিত্রতা অর্জনকারীদেরকে (Al-Qurān, 2:222)।

এছাড়াও ইসলাম পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাকে ঈমানের অঙ্গ বলেছে। আবু মালিক আশআরী রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

الطُّهُورُ شَطْرُ الْاِيمَانِ.

পবিত্রতা-পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অংশ (Muslim 1999, 534/1)।

২. বর্জ্য সংগ্রহ

বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় এ ধাপের উপর নির্ভর করে বর্জ্য পরিবেশের উপর কতটুকু প্রভাব বিস্তার করে। বর্জ্য সঠিকভাবে সংগ্রহ করা হলে পরিবেশের উপর এর ক্ষতিকর প্রভাব অনেকাংশে কমানো সম্ভব। বর্জ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে নাগরিক, স্থানীয় সরকারের পরিচ্ছন্নতাকর্মী, শিল্প কারখানার কর্তৃপক্ষ, সরকার; সর্বোপরি বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলের অংশগ্রহণ প্রয়োজন। কেননা বর্জ্য সংগ্রহে সকলের সমন্বিত উদ্যোগ এ ধাপের সফলতা নিশ্চিত করতে পারে। ভোক্তা পর্যায় থেকেই এ ধাপের সবচেয়ে বেশি সহযোগিতা প্রয়োজন। গৃহস্থালি বর্জ্য, মানববর্জ্য, শিল্প বর্জ্য, চিকিৎসাবর্জ্য ইত্যাদি প্রকারভেদে এগুলোর সংগ্রহ প্রক্রিয়া ভিন্ন ধরনের। নির্দিষ্ট বর্জ্য নির্দিষ্ট স্থানে সংগ্রহ করতে ইসলাম নির্দেশনা দেয়। যেমন- মানববর্জ্য বসতবাড়ি থেকে দূরবর্তী স্থানে সংগ্রহ করতে ইসলাম নির্দেশনা দেয়। মানববর্জ্য তথা মানুষের মলমূত্রে নানা

ধরনের ক্ষতিকর জীবাণু থাকে। এজন্য রাসূল ﷺ আবাসস্থল থেকে দূরে মলমূত্র ত্যাগের নির্দেশ দিয়েছেন। হযরত মুগীরা বিন শো'বা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন,

يَا مُغِيرَةُ خُذِ الإِدَاوَةَ ، فَاَخَذْتُهَا، فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى تَوَارَى عَنِّي، فَقَضَى حَاجَتَهُ.

হে মুগিরা, পানির পাত্রটি নাও, ফলে আমি পাত্রটি নিলাম। তারপর তিনি চলতে চলতে আমার দৃষ্টির অগোচর হলেন, তারপর প্রয়োজন সারলেন (Al-Bukhārī 1422H, 363)।

বর্জ্য সংগ্রহ করাকে ইসলামে বিশেষভাবে উৎসাহ দেয়া হয়েছে। কেননা বর্জ্য সংগ্রহের মাধ্যমে মানুষের জাগতিক কষ্ট লাঘব হয়। ইসলাম মানুষের জাগতিক কষ্ট দূর করতে নির্দেশনা দেয়। এ সম্পর্কে হাদিসের বাণী, হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেন,

مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا، نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ

যে ব্যক্তি কোনো মুমিনের জাগতিক একটি কষ্ট দূর করে, মহান আল্লাহ তার পরকালীন একটি কষ্ট নিবারণ করবেন (Muslim 1999, 2699)।

৩. বর্জ্য স্থানান্তর ও পরিবহন : পুনর্ব্যবহার

সমন্বিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনার এ ধাপে বর্জ্য স্থানান্তর ও পরিবহন (Transfer & transport) এবং বর্জ্যকে একই পণ্য হিসেবে পুনর্ব্যবহার (Reuse) এ দুটি উপাদানকে একত্রে সম্পন্ন করা হয়। বর্জ্য নির্দিষ্ট স্থানে সংগ্রহ করার পর বর্জ্যকে পরিবহন করার পূর্বে বর্জ্যগুলো সুষ্ঠুভাবে প্রক্রিয়া করতে হয়। এ পর্যায়ে বর্জ্যকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা হয়। প্রথমত, বর্জ্যটিকে একইকাজে পুনর্ব্যবহার (Reuse) করা যাবে কী না? তা যাচাই করা হয়। ব্যবহারের অনুপযোগী হলে- পচনশীল, দাহ্য, কঠিন বর্জ্য, নতুন পণ্যে রূপান্তরের সুযোগ রয়েছে এমন বর্জ্য ইত্যাদি শ্রেণিতে বর্জ্য ভাগ করা হয়। এ প্রক্রিয়াটি মূলত রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ তথা স্থানীয় সরকার নিশ্চিত করবে। বর্জ্য নির্দিষ্ট শ্রেণিতে বিভক্ত করার পর এগুলো পরিবহন করে শ্রেণিভিত্তিক স্থানে নিয়ে আসা হয়। এ পর্যায়টিও স্থানীয় সরকার, এনজিও ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান করে থাকে। বর্জ্য ব্যবস্থাপনার এ ধাপ থেকে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা শুরু হয়। কেননা ভোক্তা যেমন ভিন্ন ভিন্ন তেমনি উৎপাদিত বর্জ্যও ভিন্ন ভিন্ন। একইসঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন বর্জ্যের ব্যবস্থাপনাও ভিন্ন হয়ে থাকে। তাই এ ধাপটি প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ ব্যতীত সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হয় না। সুতরাং স্থানীয় সরকার বর্জ্য পরিবহন ধাপটি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করবে। সরকারের পাশাপাশি বর্জ্য পরিবহনে ভোক্তা তথা নাগরিকদেরও দায়িত্ব পালন করতে হবে। আমরা ভোক্তা হিসেবে নির্দিষ্ট স্থানে বর্জ্য রাখার মাধ্যমে বর্জ্য পরিবহন কাজে সহযোগিতা করতে পারি। যেখানে সেখানে অনির্ধারিত স্থানে বর্জ্য রাখার মাধ্যমে পরিবেশ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এর মাধ্যমে নিজের যেমন ক্ষতি হয় একইসঙ্গে অন্যের ক্ষতি সাধিত হয়। সুতরাং নির্দিষ্ট

স্থান ব্যতীত বর্জ্য রাখা যাবে না, কারণ এটি পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টির নামান্তর। পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি না করতে কুরআনী নির্দেশনা,

كُلُوْا وَاشْرَبُوْا مِنْ رِّزْقِ اللهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ.

তোমরা আল্লাহর দেয়া জীবিকা থেকে খাও ও পান কর, দুষ্কৃতিকারীরূপে পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করে বেড়াইও না (Al-Qurān: 2:60)।

৪. প্রক্রিয়াকরণ ও নিষ্কাশন : বর্জ্যকে নতুন পণ্যে রূপান্তর

সমন্বিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনার এ ধাপে প্রক্রিয়াকরণ ও নিষ্কাশন (Treatment & Disposal) এবং বর্জ্যকে নতুন পণ্যে রূপান্তর (Recycle) এ দুটি উপাদানকে একত্রে সম্পন্ন করা হয়। বর্জ্য নিষ্কাশন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। বাংলাদেশের ন্যায় অধিক জনসংখ্যাবহুল দেশসমূহে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার এ ধাপে কঠিন পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে হয়। এ ধাপে বর্জ্যকে নতুন পণ্যে রূপান্তর (Recycle) করার চেষ্টা করা হয়, রূপান্তর করা সম্ভব না হলে তা আগুনের পুড়িয়ে বা মাটিতে পুঁতে নিষ্কাশন করা হয়। কিন্তু আগুনে পোড়ানো বা মাটিতে পুঁতে রাখার ক্ষেত্রেও সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়। অর্থাৎ এমন বর্জ্য পোড়ানো যাবে না, যা পোড়ালে পরিবেশের ক্ষতিকর কালো ধোঁয়া নির্গত হয়; আবার পচনশীল নয় এমন বর্জ্যকে মাটিতে পুঁতে ফেলা যাবে না। মাটিতে পুঁতে রাখাকে বলা হয়- ভরাটকরণ (Land Phill)। ভরাটকরণ পদ্ধতি বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় সবচেয়ে জনপ্রিয় পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে বিভিন্ন বর্জ্য মাটির নীচে গর্ত করে সঞ্চয় করা হয়; একে স্বাস্থ্যসম্মত ভূমি ভরাটকরণ প্রক্রিয়া বলে। এর ফলে চাপা দেওয়া আবর্জনা জৈব সারে পরিণত হয়। তবে এক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে যে, ভরাটকরণ যেন জনবসতি থেকে দূরে বড় গভীর জায়গায় করা হয় এবং অপচনশীল কোন বর্জ্য যেন ভরাট করা না হয়। সর্বোপরি, বিশেষ পর্যবেক্ষণ শেষে বর্জ্য নিষ্কাশন কার্য পরিচালনা করতে হয়। কিন্তু অধিক জনসংখ্যার দেশে বর্জ্য অধিক পরিমাণ হওয়ায় তা যথাযথভাবে নিষ্কাশন করা হয় না। এটি বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ব্যর্থ হওয়ার একটি অন্যতম কারণ। যেমন- বাংলাদেশে বিভিন্ন উন্মুক্ত স্থানে বর্জ্য ফেলে রাখা হয়, যা পরিবেশের জন্য হুমকিস্বরূপ। নিষ্কাশন পর্যায়ে ইসলাম সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা দিয়েছে। **প্রথমত,** ইসলাম জনস্বাস্থ্যের জন্য হুমকিস্বরূপ এমন যেকোন কাজ নিষিদ্ধ করেছে। সুতরাং বর্জ্য ব্যবস্থাপনা করতে গিয়ে নিষ্কাশন স্তরে কারো ক্ষতি করা যাবে না। বর্জ্যের ক্ষতি থেকে বাঁচাতে গৃহীত পদক্ষেপ যদি পুনরায় অন্য কারো ক্ষতির কারণ হয়, তাহলে তা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমকে প্রশ্নবিদ্ধ করবে। এজন্যই ইসলাম একজন ভোক্তার, একই সঙ্গে অন্য সকলেরও সুরক্ষা নিশ্চিতের নির্দেশনা দেয়। ইসলাম এমন সকল কাজকেই নিষিদ্ধ করে, যা অন্যের ক্ষতির কারণ হয়। সাইয়িদুনা আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ.

কারো ক্ষতি করা যাবে না এবং কারো ক্ষতির কারণও হওয়া যাবে না (Ibn Mājah 1998, 2341)।

দ্বিতীয়ত, মানুষের চলাচলের রাস্তায় বর্জ্য রাখা যাবে না। ইসলাম আমাদের চলাচলের রাস্তা পরিচ্ছন্ন রাখতে নির্দেশনা দেয়। অথচ অধিক জনসংখ্যার দেশসমূহে রাস্তাই যেন বর্জ্য রাখার একমাত্র নির্ধারিত স্থান। ইসলাম আমাদেরকে চলাচলের রাস্তা থেকে যেকোনো কষ্টদায়ক বস্তু দূর করতে নির্দেশনা দেয়। এ সম্পর্কে হাদিসের বাণী,

الْاِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ - اَوْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ - شُعْبَةً، فَاَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ، وَاَدْنَاهَا اِمَاطَةُ الْاَذَى عَنِ الطَّرِيقِ.

ঈমানের ৭০ এর অধিক শাখা রয়েছে, তন্মধ্যে সর্বোচ্চ হলো এ সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। সর্বনিম্ন হলো রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু দূর করা (Muslim 1999, 35/58)।

তৃতীয়ত, মানুষের বাসস্থলের নিকট বর্জ্য নিষ্কাশন করা যাবে না। কেননা এতে করে বর্জ্য থেকে নির্গত ক্ষতিকর গ্যাস মানুষের ক্ষতি করতে পারে। ইসলাম বাসস্থানের নিকটবর্তী স্থান পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার নির্দেশনা দেয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে ইহুদীদের অভ্যাস ছিলো ঘর-বাড়ির পাশেই ময়লা-আবর্জনা ফেলা, জমা করে রাখা। ফলে তাদের বাড়ি-ঘরের পুরো পরিবেশটি দুর্গন্ধময় হয়ে যেতো, রাসূলুল্লাহ ﷺ মুসলমানদেরকে তাদের বিপরীত ঘর-বাড়ির আঙ্গিনা ও আশপাশ পরিচ্ছন্ন রাখার জোর তাগিদ দিয়ে বলেন :

اِنَّ اللهَ طَيِّبٌ يُحِبُّ الطَّيِّبَ، نَظِيْفٌ يُحِبُّ النَّظَافَةَ، كَرِيْمٌ يُحِبُّ الكَرَمَ، جَوَادٌ يُحِبُّ الجُودَ، فَنَظِّفُوا اَفْنِيَتَكُمْ وَلَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُوْدِ.

নিশ্চয়ই আল্লাহ পবিত্র, তিনি পবিত্রতা ভালোবাসেন। তিনি নির্মল-পরিষ্কার, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাকে পছন্দ করেন। তিনি সুমহান, মহত্ত্বকে ভালোবাসেন। তিনি দানশীল, বদান্যতা ভালোবাসেন। সুতরাং তোমরা আঙ্গিনাগুলো পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখো এবং তোমরা সেগুলোকে ইয়াহুদীদের মত (অপরিষ্কার ও দুর্গন্ধময় করে) রেখো না (Al-Tirmīdhī 1395H, 279)।

৫. বর্জ্যের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে পরিবেশ পুনরুদ্ধার

বর্জ্য বিভিন্ন ধরনের। ধরনভেদে বর্জ্যের ক্ষতিকর প্রভাবও বিভিন্ন। বর্তমান সময়ে চিকিৎসাবর্জ্য, ইলেক্ট্রিকবর্জ্য (E-Waste) ইত্যাদি সাধারণত অপচনশীল এবং পোড়ালে ক্ষতিকর ধোঁয়ার সৃষ্টি হয়। সুতরাং এগুলো যথাযথ বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় পুনর্ব্যবহার (Recycle) করতে হবে। একইসঙ্গে জৈব সার বা জৈব গ্যাস উৎপাদন করা যেতে পারে। এ সম্পর্কে হাসান হাফিজ বলেন,

নগরায়ণের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো বর্জ্য ব্যবস্থাপনা। নিম্নভূমি, খাল এবং পুকুর ভরাট করে আবাসন নির্মাণ, যথাযথ স্থানসংকুলান না থাকা সত্ত্বেও বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণ, ড্রানেজ ব্যবস্থাপনায় ত্রুটি, খাল দখল ইত্যাদি কারণে নগরের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বাধাগ্রস্ত হয়। এছাড়াও উন্মুক্ত ময়দানে বর্জ্য রাখা, নগরের চারপাশের খাল, নর্দমায় বর্জ্য ফেলা, বর্জ্য দিয়ে খাল-পুকুর ভরাট ইত্যাদির ফলে বায়ুর উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। আদর্শ নগরের বৈশিষ্ট্য হলো দূষণমুক্ত স্বাস্থ্যকর পরিবেশ।

বর্জ্য ব্যবস্থাপনার অংশ হিসেবে কঠিন বর্জ্য রিসাইক্লিং বা পুনর্ব্যবহারযোগ্য করে তোলা কার্যকর সমাধান হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। এছাড়া স্বল্প ব্যয়েই বর্জ্য থেকে সার তৈরি করা সম্ভব (Hafiz 2000. 149-150)।

প্রথমত, ইসলাম এ ধরনের যেকোনো কাজে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বনের নির্দেশনা দেয়। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿فَاسْاَلُوا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾

যদি তুমি না জান, তবে যে জানে তার কাছে জিজ্ঞাসা করো (Al-Qurān: 16:43)।

দ্বিতীয়ত, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পর্যায়ে কোনোভাবে যেন পরিবেশদূষণ না হয়। বর্তমানে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার দুর্বলতার কারণেই জলাবদ্ধতা, পানিদূষণ, ভূমিদূষণ, বায়ুদূষণ পরিলক্ষিত হয়। ইসলাম পানিতে কোনো রাসায়নিক বর্জ্য এবং মল-মূত্র নিক্ষেপ করা নিষিদ্ধ করেছে। এ সম্পর্কে রাসূল ﷺ বলেন,

لاَ يَبُولَنَّ اَحَدُكُمْ فِي المَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لاَ يَجْرِي.

তোমাদের কেউ স্থির পানিতে প্রস্রাব করবে না (Al-Bukhārī 1422 H, 239)।

পানিদূষণের মত ভূমিদূষণ রোধেও ব্যবস্থা গ্রহণ করা বর্জ্য ব্যবস্থাপনার অংশ। ইসলাম যেকোনো পচা জিনিসকে মাটিতে পুঁতে ফেলার নির্দেশনা দেয়। এ বিষয়টি বোঝা যায় এভাবে যে, ইসলাম মানুষের মৃত্যুর পর মৃত দেহ কবরস্থ করার বিধান প্রবর্তনের এটাও একটা কারণ যে, মৃত দেহ পচে যেন দুর্গন্ধ না ছড়ায়। মৃতদেহ কবরস্থ করা সম্পর্কে কুরআনের বাণী,

فَبَعَثَ اللهُ غُرَابًا يَّبْحَثُ فِى الْاَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَيُوَارِىْ سَوْءَةَاَخِيْهِ

অতঃপর আল্লাহ একটি কাক পাঠালেন, যা মাটি খুঁড়ছিল, যাতে তাকে দেখাতে পারে, কীভাবে সে ভাইয়ের লাশ গোপন করবে (Al-Qurān: 5:31)।

ইসলাম শুধুমাত্র মৃত লাশকে দাফন করতে বলে না বরং ইসলাম অন্যান্য পচা-দুর্গন্ধ বস্তুকে মাটিতে পুঁতে দেওয়ার ব্যাপারে বিশেষভাবে গুরুত্ব প্রদান করেছে। এ বিষয়ের দলিল হলো- নবী করিম (সা.) যখন সিঙ্গা দিতেন অথবা লোম পরিষ্কার করতে, নখ কাটতেন তখন তিনি তা বাকীউল গারকাদ কবরস্থানে পাঠাতেন, তারপর তা পুঁতে ফেলা হত (Al-Isfahānī 1994, 359)।

গ. বর্জ্য ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন দিক

A. Van de Klundert সমন্বিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় ৬টি দিকের সম্পর্ক তুলে ধরছেন (Klundert 2001, 68)। নিম্নে ইসলামি নির্দেশনার আলোকে এ ৬টি দিকের পর্যালোচনা করা হলো।

১. প্রযুক্তিগত দিক : বর্তমান যুগ তথ্য-প্রযুক্তির যুগ। প্রযুক্তির উৎকর্ষতায় মানুষের কাজকর্ম আজ অনেক সহজ ও দ্রুত হচ্ছে। সমন্বিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় প্রযুক্তিগত যন্ত্রপাতি ব্যবহার এবং কার্যকারিতা পর্যবেক্ষণ, ব্যবহারিক প্রয়োগ, অনুশীলন ইত্যাদি বিষয়াদি অন্তর্ভুক্ত থাকে। ইসলাম আমাদেরকে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে প্রযুক্তি ব্যবহার করার নির্দেশনা দেয়। লৌহ ব্যবহার করে প্রযুক্তির কৌশল শিক্ষা দিয়ে মহান আল্লাহ বলেন,

﴿اَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ﴾

তুমি পূর্ণ পরিমাপের বর্মগুলো প্রস্তুত কর আর তার বয়নে অনুপাতের সমতা রক্ষা কর (Al-Qurān: 34:11)।

২. পরিবেশগত দিক : সমন্বিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় দূষণ-নিয়ন্ত্রণ এবং জনস্বাস্থ্যের সুরক্ষা এবং অ-নবায়নযোগ্য সম্পদ সংরক্ষণ ইত্যাদির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। বর্জ্য ব্যবস্থার মূল পরিবেশগত প্রভাবগুলোর মধ্যে রয়েছে বায়ু, জল এবং স্থলভাগের প্রভাব হ্রাস করা। পরিবেশ বিপর্যয়ের কারণগুলোর মধ্যে অন্যতম একটি কারণ হলো বর্জ্য ব্যবস্থাপনার দুর্বলতা। বর্জ্য সুষ্ঠুভাবে ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পুনর্ব্যবহার উপযোগী করে তোলা এবং পুনর্ব্যবহার সম্ভব না হলে নিষ্কাশনের মাধ্যমে পরিবেশের ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা সম্ভব। কিন্তু বর্জ্য ব্যবস্থাপনার দুর্বলতার কারণে পানি, মাটি ও বায়ু দূষিত হয়ে পরিবেশ বিপর্যয়ের সৃষ্টি করে। যেমন ঢাকা মহানগরে বর্তমানে দৈনিক প্রায় ২৫০০ মে.টন আবর্জনা উৎপন্ন হয়। এ বর্জ্যের অধিকাংশ শহরেই লোকালয়ের নিকটবর্তী এলাকায় জমি ভরাটের জন্য আবর্জনা ফেলার ফলে জনস্বাস্থ্য সমস্যা ও পরিবেশে অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় (Ahmed 2011, 221)। পরিবেশের উপর বর্জের ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া এবং বর্জ্য নিষ্কাশন সমস্যা বর্জ্য ব্যবস্থাপনার দুর্বলতার সবচেয়ে বড় দিক। জনসংখ্যা বৃদ্ধি, প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ, পণ্যের উপযোগ পুনর্ব্যবহারে অদক্ষতা ইত্যাদি কারণে বর্জ্যের পরিমাণ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। একইসঙ্গে বস্তুবাদী বিপ্লবের ফলে মানুষের অতৃপ্ত বস্তুগত চাহিদা বহুমাত্রিক বর্জ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করছে। অধিক পরিমাণ বর্জ্যের অব্যবস্থাপনায় পলিথিন, প্লাস্টিক বর্জ্য, পোশাক কারখানার বর্জ্যে নগরীর বিভিন্ন পয়ঃনিষ্কাশন ড্রেন আটকে যাচ্ছে। একইসঙ্গে ডাস্টবিনে রাখা বর্জ্যের নির্গত দুর্গন্ধ এবং বিষাক্ত গ্যাস পরিবেশ ও মানবস্বাস্থ্যের মারাত্মক ক্ষতিসাধন করে। শিল্পকারখানার তরল বিষাক্ত বর্জ্য নদীদূষণ ও কৃষিজমির উৎপাদনশীলতা মারাত্মকভাবে হ্রাস করছে। ক্রমবর্ধমান বর্জ্যের অব্যবস্থাপনা পরিবেশদূষণ ও জলবায়ু পরিবর্তনের কারণ হিসেবে প্রতীয়মান। তাই জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশ বিপর্যয় প্রতিরোধে সুষ্ঠু বর্জ্য ব্যবস্থাপনার বিকল্প নেই। ইসলাম মানুষকে সুষ্ঠু বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় শান্তিপূর্ণভাবে পৃথিবীতে বসবাসের লক্ষ্যে পরিবেশ বিপর্যয়ে কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ﴾

দুনিয়ায় শান্তি স্থাপনের পর তোমরা পৃথিবীতে ফ্যাসাদ (দূষণ) সৃষ্টি করো না। এটাই হবে তোমাদের জন্য মঙ্গলজনক যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাকো (Al-Qurān: 7:85)।

যেখানে সেখানে খোলাস্থানে পয়ঃবর্জ্য রাখলে তথা মলমূত্র ত্যাগ করলে পরিবেশ দূষিত হয়ে নানা ধরনের রোগব্যাধি ছড়ায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ রাস্তায় ও ছায়াযুক্ত এমন স্থান যেখানে মানুষ বিশ্রাম নেয় সেখানে প্রস্রাব করতে নিষেধ করেছেন। আবু হুরাইরাহ (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

اتَّقُوا اللَّعَّانَيْنِ، قَالُوا: وَمَا اللَّعَّانَانِ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ، اَوْ فِي ظِلِّهِمْ

তোমরা লানতকারীর দুটি কাজ থেকে দূরে থাকো। সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞেস করলেন, লানাতের সে কাজ দুটি কী, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বললেন, মানুষের (যাতায়াতের) চলাফেরার রাস্তায় অথবা তাদের (বিশ্রাম নেয়ার) ছায়ায় প্রস্রাব পায়খানা করা (Muslim 1999, 269/68)।

এ হাদিসের মূলনীতির আলোকে মানুষের চলাচলের রাস্তায় অথবা উন্মুক্ত স্থানে যেকোনো ধরনের বর্জ্য ফেলা থেকে ইসলাম নিষেধ করেছে, কেননা উন্মুক্ত স্থানে বর্জ্য রাখলে তা পরিবেশ দূষিত করে।

৩. অর্থনৈতিক দিক : সমন্বিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় অর্থনৈতিক দিকের গুরুত্ব অপরিসীম। কেননা আধুনিক জনবহুল শহরের বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় অর্থযোগানের বিষয়টি প্রধান বিবেচ্য বিষয়ে পরিণত হয়েছে। কারণ ভরাট করার জন্য খালি জমির সংকট, ব্যয়সাপেক্ষ ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় পরিবেশগত ক্ষতিহ্রাসের ভাবনা ইত্যাদি অর্থ ব্যয়ের পরিমাণ বাড়িয়ে তুলছে। তাই সমন্বিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় অর্থ যোগান ও অর্থ ব্যয়ের বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করে। ইসলাম যেকোনো ক্ষেত্রে অর্থসংস্থান ও অর্থব্যয়ে সমতার নীতি অনুশীলনের নির্দেশনা দেয়। মহান আল্লাহ মহাগ্রন্থ আল কুরআনে সমতা বিধান সম্পর্কে বলেন,

﴿اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَا ۙ وَ اِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ ۭ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖ ۭ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًۢا بَصِيْرًا﴾

নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে আদেশ দিচ্ছেন আমানতসমূহ তার হকদারদের কাছে পৌঁছে দিতে। আর যখন মানুষের মধ্যে ফয়সালা করবে তখন ন্যায়ভিত্তিক ফয়সালা করবে। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের কতই না সুন্দর উপদেশ দিচ্ছেন। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা (Al-Qurān, 4:58)।

এক্ষেত্রে ধনীদের উপর কর্তব্য হলো, গরীবদের বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় আর্থিক সহায়তা করা। একইসঙ্গে আর্থিক যেকোনো অপব্যয়, দুর্নীতি ইসলাম নিষিদ্ধ করেছে। আদী ইবনে আমীরাহ আলকিন্দি (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি,

مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ، فَكَتَمَنَا مِخْيَطًا، فَمَا فَوْقَهُ كَانَ غُلُوْلًا يَاْتِيْ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

তোমাদের মধ্যে আমি যাকে কোনো কর্মে কর্মচারী নিযুক্ত করি, আর সে আমাদের নিকট হতে একটি সুঁচ অথবা তদপেক্ষা ছোট কিছুও গোপন করে, তা নিশ্চয় আমানতের খেয়ানত হবে, যা নিয়ে সে কিয়ামতের দিন হাজির হবে।" (Al-Bukhārī 1422H, 1833)

৪. সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিক : সামাজিক-সাংস্কৃতিক দিকগুলোর মধ্যে রয়েছে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উপর পরিবার, সমাজ, ব্যবসায়িক পরিমণ্ডলে এবং প্রতিষ্ঠানগুলিতে সৃষ্ট প্রভাব, পাশাপাশি বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থানের উপর প্রভাব। যেমন, বর্জ্যজীবীদের সামাজিক মূল্যায়ন, পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের সামাজিক অবস্থান, স্বাস্থ্য প্রকৌশল দপ্তরের কর্মকর্তা ও

কর্মচারীদের অবস্থান। ইসলাম কোনো পেশাকে অবমূল্যায়ন করতে নিষেধ করেছে। একই সঙ্গে নিজ হাতে উপার্জিত অর্থকে সম্মানের বিষয় হিসেবে বিবেচনা করে। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

خَيْرُ الْكَسْبِ، كَسْبُ يَدِ الْعَامِلِ اِذَا نَصَحَ.

উৎকৃষ্ট উপার্জন শ্রমিকের হাতের উপার্জন যদি সে কাজের প্রতি আন্তরিকভাবে সচেষ্ট হয় (Aḥmad 2001, 8412)।

৫. প্রাতিষ্ঠানিক দিক : প্রাতিষ্ঠানিক দিক, যা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রণকারী সাংগঠনিক কাঠামোর সঙ্গে সম্পর্কিত। এটি টেকসই বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নের জন্য ব্যবহৃত পরিকল্পনা, পদ্ধতি এবং পদ্ধতির সঙ্গেও সম্পর্কিত। বর্জ্য ব্যবস্থাপনা একটি নিয়মতান্ত্রিক, ধারাবাহিক ও পরিবেশগত অবস্থা বিবেচনায় গৃহীত কতগুলো পদক্ষেপের সমষ্টি। সমন্বিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনায়ও সর্বপ্রথম বিবেচ্য বিষয় হলো সুষ্ঠু কর্মপরিকল্পনা। গঠন, উৎস, কি ধরনের বর্জ্য তৈরি হচ্ছে, উৎপন্নের হার, অথবা স্থানীয় বিধিমালা অনুযায়ী বর্জ্যসমূহ চিহ্নিত করে বর্জ্য ব্যস্থাপনার কার্যকর কর্মপরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন প্রাতিষ্ঠানিক দিকের মূল বিবেচ্য বিষয়। সমন্বিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় কার্যকরি ব্যবস্থাপনা বলতে, একটি নির্দিষ্ট সময়ে বর্জ্য সংগ্রহ এবং উপকারভোগীদের স্বল্প সময় ও ব্যয়ে বর্জ্য নিষ্কাশন। বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় এমন পদ্ধতি অনুসরণ করা, যা ভোক্তা পর্যায় থেকে পরিচ্ছন্নতাকর্মী, নীতি নির্ধারক সকলের জন্য বাস্তবায়ন সহজ হয়। একই সঙ্গে বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় এমন কোনো কৌশল অবলম্বন করা যাবে না, যা অন্য কারো কষ্টের কারণ হয়। হাদিসে সহজ পন্থা অবলম্বন করা এবং কারো বিরক্তি তথা কষ্টের কারণ হয় এমন কাজ থেকে বিরত থাকার নির্দেশনা রয়েছে। আনাস রা. থেকে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

يَسِّرُوْا وَلَا تُعَسِّرُوْا، وَبَشِّرُوْا، وَلَا تُنَفِّرُوْا.

তোমরা সহজ পন্থা অবলম্বন কর, কঠিন পন্থা অবলম্বন কর না, মানুষকে সুসংবাদ দাও, বিরক্তি সৃষ্টি কর না (Al-Bukhārī 1422H, 69)।

ইসলাম যেকোনো কাজের ক্ষেত্রে সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের নির্দেশনা দেয়। পরিকল্পনা করে কোনো কাজ করলে সে কাজে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা যেমন কম থাকে তেমনি সে কাজ অধিক সফলতা লাভ করতে পারে। ইসলাম যেকোনো কাজের ক্ষেত্রে পরিকল্পনা গ্রহণের নির্দেশনা দেয়। ইউসুফ (আ.) কর্তৃক গৃহীত সাতবছর মেয়াদী পরিকল্পনার দৃষ্টান্ত,

وَقَالَ الْمَلِكُ اِنِّيْٓ اَرٰى سَبْعَ بَقَرٰتٍ سِمَانٍ يَّاْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَّسَبْعَ سُنْۢبُلٰتٍ خُضْرٍ وَّ اُخَرَ يٰبِسٰتٍ ۭ يٰٓاَيُّهَا الْمَلَاُ اَفْتُوْنِيْ فِيْ رُءْيَايَ اِنْ كُنْتُمْ لِلرُّءْيَا تَعْبُرُوْنَ. قَالُوْٓا اَضْغَاثُ اَحْلَامٍ ۚ وَمَا نَحْنُ بِتَاْوِيْلِ الْاَحْلَامِ بِعٰلِمِيْنَ. وَ قَالَ الَّذِيْ نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ اُمَّةٍ اَنَا اُنَبِّئُكُمْ بِتَاْوِيْلِهٖ فَاَرْسِلُوْنِ. يُوْسُفُ اَيُّهَا الصِّدِّيْقُ اَفْتِنَا فِيْ سَبْعِ بَقَرٰتٍ سِمَانٍ يَّاْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَّ سَبْعِ سُنْۢبُلٰتٍ خُضْرٍ وَّ اُخَرَ يٰبِسٰتٍ ۙ لَّعَلِّيْٓ اَرْجِعُ اِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُوْنَ. قَالَ تَزْرَعُوْنَ سَبْعَ

سِنِيْنَ دَاَبًا ۚ فَمَا حَصَدْتُّمْ فَذَرُوْهُ فِيْ سُنْۢبُلِهٖٓ اِلَّا قَلِيْلًا مِّمَّا تَاْكُلُوْنَ. ثُمَّ يَاْتِيْ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَّاْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ اِلَّا قَلِيْلًا مِّمَّا تُحْصِنُوْنَ. ثُمَّ يَاْتِيْ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ عَامٌ فِيْهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيْهِ يَعْصِرُوْنَ.

রাজা বললো, 'আমি স্বপ্নে দেখলাম, সাতটি স্থূলকায় গাভী, তাদেরকে সাতটি শীর্ণকায় গাভী ভক্ষণ করছে এবং দেখলাম সাতটি সবুজ শীষ ও অপর সাতটি শুষ্ক। হে প্রধানগণ! যতি তোমরা স্বপ্নের ব্যাখ্যা করতে পার তবে আমার স্বপ্ন সম্পর্কে অভিমত দাও।' তারা বললো, এটা অর্থহীন স্বপ্ন এবং আমরা এরূপ স্বপ্ন ব্যাখ্যায় অভিজ্ঞ নই। দুইজন কারারুদ্ধের মধ্যে যে মুক্তি পেয়েছিল এবং দীর্ঘকাল পর যার স্মরণ হলো সে বললো, আমি এর তাৎপর্য তোমাদেরকে জানিয়ে দিব। সুতরাং তোমরা আমাকে পাঠাও। সে বললো, হে ইউসুফ! হে সত্যবাদী! সাতটি স্থূলকায় গাভী, তাদেরকে সাতটি শীর্ষকায় গাভি ভক্ষণ করছে এবং সাতটি সবুজ শীষ ও অপর সাতটি শুষ্ক শীষ সম্বন্ধে আমাদেরকে ব্যাখ্যা দাও, যাতে আমি লোকদের নিকট ফিরে যেতে পারব যাতে তারা জানতে পারে। ইউসুফ বললো, তোমরা সাতবছর একাধিক্রমে চাষ করবে, অতঃপর তোমরা যে শস্য কর্তন করবে এর মধ্যে যে সামান্য পরিমাণ তোমরা ভক্ষণ করবে, তা ব্যতীত সমস্ত ফসল শীষ সমেত রেখে দিবে; এরপর সাতটি কঠিন বছর, এর সাত বছর, যা পূর্বে সঞ্চয় করে রাখবে, লোকে তা খাবে; কেবল সামান্য কিছু তোমরা যা সংরক্ষণ করবে, তা ব্যতীত। অতঃপর আসবে একবছর সে বছর মানুষের জন্য প্রচুর বৃষ্টিপাত হবে এবং সে বছর মানুষ প্রচুর ফলের রস নিংড়াবে (Al-Qurān: 12:43-49)।

একইসঙ্গে ইসলাম পরিকল্পনা প্রণয়নে অভিজ্ঞদের সঙ্গে পরামর্শ করারও নির্দেশনা দেয়। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۚ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ﴾

এবং কাজে-কর্মে তাদের সঙ্গে পরামর্শ কর, অতঃপর তুমি কোনো সংকল্প করলে আল্লাহর উপর নির্ভর করবে, যারা নির্ভর করে আল্লাহ তাদের ভালোবাসেন (Al-Qurān: 3:159)।

প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা অর্জনে নাগরিকের মাঝে সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সঙ্গে জড়িত কর্মীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। ইসলাম প্রশিক্ষণ ও গণসচেতনতা বৃদ্ধির প্রতি গুরুত্বারোপ করে। এ জন্যই মহান আল্লাহ প্রশিক্ষণের প্রতি গুরুত্বারোপ করে বলেন,

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ

বল, যারা জানে আর যারা জানে না তারা কি সমান?' বিবেকবান লোকেরাই কেবল উপদেশ গ্রহণ করে (Al-Qurān: 39:9)।

৬. আইনগত বা রাজনৈতিক দিক : আইনগত কাঠামো যেকোনো কৌশল বাস্তবায়নে মূখ্য প্রভাব বিস্তার করে থাকে। তাই সমন্বিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত বিদ্যমান আইন, আইন বাস্তবায়নযোগ্যতা যাচাই, আইন প্রয়োগ, আইন লঙ্ঘনের শাস্তি ইত্যাদি বিষয় গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হয়। উদাহরণস্বরূপ- বাংলাদেশ

সরকার ইতোমধ্যে বিভিন্ন আইন দ্বারা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত বিধানাবলি বাস্তবায়ন করেছে। বাংলাদেশ ১৯৯৬ সালে পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ আইন প্রণয়ন করে। এ আইনের ২ ধারানুসারে প্রতিষ্ঠিত 'পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ' এ আইনের ১৭.২ ধারানুসারে স্বাস্থ্য-পয়ঃ এবং শিল্প-বর্জ্য সংগ্রহ, পাম্পিং, প্রক্রিয়ায়ণ এবং অপসারণের জন্য পয়ঃপ্রণালি ব্যবস্থা নির্মাণ, উন্নয়ন ও সংরক্ষণে যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে। উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ এর দ্বিতীয় তফসিল ধারানুসারে উপজেলা পরিষদ স্যানিটেশন ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করবে। উপকূলীয় অঞ্চল নীতি, ২০০৫ এর ৪.৮.২.ক পরিচ্ছেদে বিশুদ্ধ পানির সরবরাহ ও বিধি মোতাবেক বর্জ্য অপসারণের ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণসহ নতুন শিল্পাঞ্চল প্রতিষ্ঠা করার নির্দেশনা রয়েছে এবং এ নীতির ৪.৮.২.গ পরিচ্ছেদে বড় শহরে পয়ঃশোধন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার নির্দেশনা রয়েছে। স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এর দ্বিতীয় তফসিলের ৩.১ ধারানুসারে পৌরসভা এর অধীন সকল জনপথ, সাধারণ পায়খানা, প্রস্রাবখানা, নর্দমা, ইমারত ও জায়গা হতে আবর্জনা সংগ্রহ ও অপসারণ করার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। একইসঙ্গে দ্বিতীয় তফসিলের ৩.২ ধারানুসারে পৌরসভা নগরীর বিভিন্ন স্থানে ময়লা ফেলিবার পাত্র বা আধারের ব্যবস্থা করবে এবং সেইখানে ময়লা ফেলার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে পৌরসভা সাধারণ নোটিশ দিয়ে নির্দেশ প্রদান করবে। আর যদি কেউ রাস্তা বা জনসাধারণের জায়গায় বা কোন সেচ খালে ময়লা ফেলে, গৃহের নর্দমার লেন জনসাধারণের সড়কের পানি নিষ্কাশন লেনে সংযোগ দেয়, আবাসিক এলাকার সন্নিকটে কোন পুকুর বা ডোবায় শন, পাট অথবা অন্য কোন গাছ-পালা নিমজ্জিত করে, পৌরসভার নির্দেশ থাকা সত্তেও পয়ঃবর্জ্য বা যেকোন বর্জ্য যথাস্থানে রাখতে ব্যর্থ হয় তবে এ আইনের ১০৯ ধারানুসারে অনধিক দুই হাজার টাকা জরিমানা করা যাবে। স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯ এর ৫০.১ ধারানুসারে সিটি কর্পোরেশন দুই বছর ছয় মাসের জন্য একটি বর্জ্য ব্যবস্থাপনা স্থায়ী কমিটি গঠন করবে। এ কমিটি বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করবে। এ আইনের তৃতীয় তফসিলের ৮.৭ ধারানুসারে কর্পোরেশন জনসাধারণের স্বাস্থ্য ও সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া নর্দমাগুলি নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও সংরক্ষণ করবে এবং পরিষ্কার রাখবে।

বাংলাদেশে প্রচলিত আইনে বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় অবহেলার কারণে বিভিন্ন শাস্তির বিধান রয়েছে। বাংলাদেশ বর্জ্যব্যবস্থাপনায় ত্রুটিসহ যেকোনো পরিবেশগত অব্যবস্থাপনা প্রতিকার এবং এ সংক্রান্ত অপরাধের বিচার ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে আদালত প্রতিষ্ঠা ও আনুষঙ্গিক বিষয়ে প্রচলিত আইনের সংশোধন ও সংহতকরণকল্পে পরিবেশ আদালত আইন, ২০১০ প্রণীত হয়। এ আইনের ৪ নং ধারানুসারে স্থাপিত 'পরিবেশ আদালত' বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (সংশোধিত ২০১০)-এর অন্তর্ভুক্ত সকল আইন বাস্তবায়নে আদালত পরিচালনা করবে। এ আইনের ২.ঠ ধারায় বর্জ্য ব্যবস্থাপনা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তাই বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় এ আইনের ধারাসমূহ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সম্পর্কিত।

ইসলামি আইনের উদ্দেশ্য হলো মানুষের মৌলিক বিষয়সমূহের সংরক্ষণ, সমাজের সার্বিক কল্যাণ সাধন, অপরাধীকে পবিত্রকরণ। সুতরাং ইসলামি নির্দেশনা অনুসারে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কৌশল যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে মানুষের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ এবং সমাজের কল্যাণ সাধন সম্ভব। বাংলাদেশে বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় পর্যাপ্ত আইন রয়েছে। সুতরাং এক্ষেত্রে যথাযথ সুফল পেতে হলে ইসলামি নির্দেশনার আলোকে আইনসমূহ যথাযথ বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন। ইসলাম সর্বাবস্থায় আইনের যথাযথ প্রয়োগের নির্দেশনা দেয়। কেননা যেকোনো অপরাধ প্রতিরোধে প্রয়োজন যথাযথ আইন এবং সে আইনের যথাযথ বাস্তবায়ন। এক্ষেত্রে ইসলামি নির্দেশনা হলো শাস্তি প্রয়োগে কোনো ধরনের কার্পণ্য করা যাবে না। যথাযথ আইন থাকা সত্ত্বেও আইন বাস্তবায়নে কার্পণ্য করা হলে, অপরাধ প্রতিরোধে সে আইন কার্যকর হয় না। তাই ইসলাম আইন প্রয়োগে কোনো ধরনের কার্পণ্য করতে নিষেধ করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾

আল্লাহর বিধান কার্যকর করতে তাদের প্রতি যেন তোমাদের মনে দয়ার উদ্রেক না হয়, যদি তোমরা আল্লাহর প্রতি ও পরকালের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে থাক (Al-Qurān: 24:2)।

আইন প্রয়োগ যদি জনসমাজে প্রভাব বিস্তার করে তাহলে মানুষ ঐ ধরনের অপরাধ করতে সাহস পাবে না, ফলে অপরাধের পরিমাণ কমে যাবে। জনসম্মুখে শাস্তি কার্যকর করার মাধ্যমে এ ধরনের অপরাধের পুনরাবৃত্তি হ্রাস পায়; তাই ইসলামি আইন জনসম্মুখে বাস্তবায়ন করার বিধান রয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾

মুসলমানদের একটি দল যেন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে (Al-Qurān: 24:2)।

সর্বোপরি, ইসলাম প্রকৃতিতে যেকোনো অনাচারকে হারাম ঘোষণা করেছে। তাই বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় ত্রুটি প্রকৃতির বিরুদ্ধে অনাচার হিসেবে প্রতীয়মান। প্রকৃতিতে যেকোনো অনাচার মহান আল্লাহ পছন্দ করেন না। এ সম্পর্কে কুরআনের বাণী,

﴿وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ﴾

আর যখন সে ফিরে যায়, তখন জমিনে প্রচেষ্টা চালায় তাতে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে এবং ধ্বংস করতে শস্য ও প্রাণী। আর আল্লাহ ফ্যাসাদ ভালোবাসেন না (Al-Qurān: 2:205)।

সুপারিশমালা

ইসলাম বর্জ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা পরবর্তী নিষ্কাশনের বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিয়েছে। এ বিষয়ে ভোক্তা, নীতি নির্ধারক, সমাজকর্মী সকলেরই করণীয় রয়েছে। ইসলামি নির্দেশনার আলোকে সমন্বিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কৌশল বাস্তবায়নে নিম্নোক্ত সুপারিশ গ্রহণ করা যেতে পারে–

১. অপচয় না করে পণ্যের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা।
২. পণ্য যে উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়েছে, সে উদ্দেশ্য সফল হওয়ার পর অন্য কোনো কাজে ব্যবহারের চেষ্টা করা।

৩. নির্দিষ্ট স্থানে বর্জ্য রাখা।
৪. বর্জ্য পরিবহনে পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের সহায়তা করা।
৫. পয়ঃবর্জ্যকে সম্পদে রূপান্তরিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ। আবাসিক প্রকল্পসমূহে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার ব্যবস্থা নিশ্চিত করেই অনুমোদন দেয়া।
৬. প্রাকৃতিক ড্রেনেজ ব্যবস্থা হিসেবে খাল, নদী, জলাধারগুলো উদ্ধার করতে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
৭. বর্জ্য নিষ্কাশনে পরিবেশদূষণ যেন না হয় সে ব্যাপারে বিশেষ লক্ষ রাখা।
৮. বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের জন্য বিশেষ ফান্ড তৈরি।
৯. অবৈধভাবে বর্জ্য ফেলার জন্য শাস্তি ও জরিমানার বিধান কঠোরভাবে বাস্তবায়ন।
১০. শিক্ষা কারিকুলামে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা আইন ও নিয়মকানুন সম্পর্কে পাঠ সন্নিবেশ করা।
১১. বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনায় বর্জ্যজীবীদের অন্তর্ভুক্ত করা।
১২. ইসলামি নির্দেশনার আলোকে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করা।

উপসংহার

ইসলাম মানুষের ব্যবহারের জন্য এ পৃথিবীর সকল কিছুকে তার অধীন করে দিয়েছে। কিন্তু মানুষ নানাভাবে অপব্যবহার করে এগুলো মানুষের ক্ষতির কারণ হিসেবে উপস্থাপন করছে। পণ্য ব্যবহারের মাধ্যমে উপযোগ নিঃশেষ বা বিনষ্ট হয়ে বর্জ্যে পরিণত হয়, সুতরাং এ বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় সবচেয়ে বেশি উদ্যোগী হওয়া প্রয়োজন ভোক্তা স্তর থেকে। কিন্তু বর্জ্য ব্যবস্থাপনার দুর্বলতার সবচেয়ে মারাত্মক দিক হলো ভোক্তা পর্যায় থেকে অসহযোগিতা। সুতরাং ইসলামি নির্দেশনা অনুসারে আমরা ভোক্তা স্তর থেকে যদি অপচয় রোধ, নির্দিষ্ট স্থানে বর্জ্য রাখা, পরিবহনে সহযোগিতা করি তাহলে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সহজ হবে। বর্জ্য ব্যবস্থাপনার দ্বিতীয় স্তর হলো পুনর্ব্যবহার উপযোগী বর্জ্য নতুনভাবে ভোক্তার কাছে পৌঁছে দেয়া, কঠিন বর্জ্য নিষ্কাশন করা ইত্যাদি ক্ষেত্রে স্থানীয় প্রশাসন ইসলামি নির্দেশনা অনুসারে দায়িত্বশীল আচরণ করলে বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় ইতিবাচক পরিবর্তন সাধিত হবে। সর্বোপরি, ইসলামি নির্দেশনার আলোকে সমন্বিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কৌশল বাস্তবায়নে সুষ্ঠু কর্মকৌশল গ্রহণের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশ বিপর্যয় প্রতিরোধ সম্ভব হবে। একই সঙ্গে পরিবেশ বিপর্যয় জনিত বিভিন্ন সমস্যা যেমন, পানিদূষণ, বায়ুদূষণ, জলাবদ্ধতা ইত্যাদি সমস্যা সমাধানে ইতিবাচক পরিবর্তন সাধিত হবে।

Bibliography

Al-Qurān al-Karīm

Aḥmad ibn Ḥambal. 2001. *Musnad*. Beirut: Muassasah al-Risālah.

Ahmed, Ziya Uddin. 2011. 'Aborjina Bebosthapona' *Banglapaedia.* Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh. v.5

Al-Bukhārī, Abū 'Abdullah Muhammd ibn Ismā'īl. 1422 H. Beirut:AlJāmi' al-Musnad al-Sahīh

Al-Isfahānī, Hāfij Abū Sheikh. 1994. Akhlāqunnabī sm. Dhaka : Islamic Foundation

Al-Tirmīdhī, Abū 'Īsā Muḥammad ibn 'Īsā. 1395H. Sunan. Cairo: Matba' Mustafā al-bābī al- Halabī.

Editorial Board. 1997. *Glossary of Environment Statistics.* USA:United Nations Statistics Division

Editorial Board. 2008. *DIRECTIVE 2008/98/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL.* UK:Official Journal of the European Union

Editorial Board. 2009. *Waste Mamagement and Minimization.* United Kingdom : United Mations Educational , Scientific and Cultural Organization

Hasan Hafiz and others. 2000. Bangladesh PoribeshCittro 1406. Dhaka:Bangladesh Poribesh Sangbadik Forum

Ibn Mājah, Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Yazīd Ibn Mājah alRab'ī al-Qazwīnī Ibn Mājah. 1998. Sunan. Cairo: Dār Ihyā alKutub al-'Arabiyyah.

Klundert, A. Van de and J. Anschütz, *Integrated Sustainable Waste Management- The Concept.* The Netherlands:WASTE

Mihelcic, J. and others. 2010. *Environmental Engineering: Fundamentals, Sustainability, Design.* Florida: John Wiley & Sons

MolJPA, Bangladesh. 1995. Bangladesh Environmental Protection Act, 1995. Government of Bangladesh

Morrissey A.J. & Browne, J. 2004. "Waste Management Models and Their Application to Sustainable Waste Management". *Waste management*, vol. 24, no. 3

Muslim, Abū al-Ḥusaīn Muslim ibn Ḥajjāj. 1999. alSahīh. Beirut: Dār Iḥyā al-Turāth al-'Ar

Rahmān, A.K.M Saidur. 2016. *Cikiṯsā Barjya Byabasthāpanā Guideline*. Dhaka: Sahtho Odhidoptor

Sushil, Dr. 1990. "Waste Management : A Systems Perspective" *Special Issue of Industrial Management and Data Systems*, India, Vol-90, No-5

Wilson, David C. & Others. 2013. ''Integrated Sustainable Waste Management in Developing Countries''. *Waste and Resource Management*. vol-166. UK: ICE Publishing